দৈনিক

তারিখ 31 OCT 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# প্রশ্নফাঁস, ভর্তি জালিয়াতির মচ্ছব

সানাউল হক সানী •

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস বর্তমানে একটা সামাজিক ব্যাধির আকার নিয়েছে। কখনো ফাঁস হচ্ছে পুরো প্রশ্নপত্র কখনোবা আংশিক। মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ পরীক্ষাও বাদ যাচ্ছে না প্রশ্নফাঁসের সংক্রমণ থেকে। দেশসেরা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রশ্নফাঁসের প্রমাণ থাকলেও বরাবরের মতোই অস্বীকারের সংস্কৃতিরই পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে।

২০ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটে। অভিযোগ উঠেছে, পরীক্ষার আগের দিন রাতেই এ ইউনিটের প্রশ্নের ইংরেজি অংশ ফাঁস হয়ে যায়। কখনো সরাসরি, কখনো প্রযুক্তির বরাতে (ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, ভাইবার) প্রশ্ন পৌঁছে যাচ্ছে পরীক্ষার্থীদের হাতে হাতে বা ল্যাপটপ-মোবাইলে। পরীক্ষার আগের রাতে বা সকালে শিক্ষার্থী বা অভিভাবকরা চড়া মূল্যে কিনে নিচ্ছেন সেই প্রশ্নপত্র। তবে বরাবরের মতো এবার প্রশ্নফাঁসের ঘটনা অস্বীকার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন ধরনের জালিয়াতির কারণে ওই পরীক্ষার দিন ১৫ জনকে আটক করা হয়। এ ঘটনায় সিআইডির সংঘবদ্ধ অপরাধ (অর্গানাইজড ক্রাইম) তদন্ত দলের সদস্যরা এই জালিয়াত চক্রের কয়েকজন মূল হোতা ও পরীক্ষার্থীকে আটক করে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারাও জড়িত বলে জানানো হয়।

**সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ পরীক্ষাও বাদ যাচ্ছে না প্রশ্নফাঁসের সংক্রমণ থেকে**

গত ১৩ অক্টোবর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রায় ২ ঘণ্টা আগে প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ পাওয়া যায়। পরীক্ষা শুরুর আগে প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে দুজনকে আটকও করা হয়। পরে পরীক্ষা শেষে সেই প্রশ্নের সঙ্গে পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন মিলিয়ে দেখলে হুবহু মিল পাওয়া যায়। এ ঘটনায় একটি

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৭

## প্রশ্নফাঁস, ভর্তি জালিয়াতির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এর আগে মার্চে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদভুক্ত 'এফ' ইউনিটের প্রশ্নফাঁসের প্রমাণ পাওয়া যায়। ওই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের সভাপতিসহ তিনজনকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়াও 'এফ' ইউনিটে ভর্তি হওয়া ১০০ শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল করা হয়। এ ঘটনায়ও বেশ কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতার নাম ফলাও করে প্রচারিত হয়।

প্রশ্নফাঁসের ঘটনার সঙ্গে বরাবরই জড়িয়ে আসছে সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নাম। ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘ ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক মহিউদ্দিন রানাকে বহিষ্কার করে ছাত্রলীগ। এর আগে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এক অভিযানে রানাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশে হলের নাট্য ও বিতর্কবিষয়ক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুনকে আটক করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট থেকেও এই দুই শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। ভর্তি জালিয়াত চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের স্থগিত কমিটির সহ-সম্পাদক ইশতিয়াক আহমদসহ দুজনকে আটক করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াত চক্রের ব্যবহৃত ডিভাইসসহ কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাদের বহিষ্কার করা হয়। গত বছর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় চক্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় আটক করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক সাইফ আহম্মেদ লিখনকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার সময় কোচিং খোলা রাখার অপরাধে কোচিং সেন্টারের পরিচালক মফিজুর রহমান রনিকে আটক করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এছাড়া কর্মকর্তাদের নাম এলেও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়নি। ঘটনার পরপরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গঠিত হয় তদন্ত কমিটি। কিন্তু সেই কমিটির প্রতিবেদন আলোর মুখ দেখে না। ঘটনার পর দায় এড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে করা হয় মামলা। গত আট বছরে এমন শতাধিক মামলা হলেও শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়নি কাউকেই। ফলে প্রশ্নপত্রফাঁস হয়ে উঠেছে এক 'মার মার কাট কাট' ব্যবসা আর শিক্ষা ব্যবস্থার গলার কাঁটা।

একই অবস্থা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ পরীক্ষায়ও। গত ৬ অক্টোবর সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) অধীনে অনুষ্ঠিত সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটে। প্রশ্নফাঁস হওয়ায় পরের দিন ওই পরীক্ষা বাতিলের ঘোষণা দেয় পিএসসি। ২০ মে অনুষ্ঠিত অগ্রণী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের পর পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে পরীক্ষা বাতিল করা হয়। স্থগিত করা হয় ওই পরীক্ষার আরেকটি অংশের পরীক্ষা। ২১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত জনতা ব্যাংকের নির্বাহী কর্মকর্তা পদে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে পরীক্ষার্থীরা আন্দোলন করলেও প্রশ্নফাঁসের বিষয়টি অস্বীকার করে তা বহাল রাখা হয়।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ প্রফেসর মোজাম্মেল হক চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা যাচ্ছে একটা নড়বড় অবস্থার মধ্য দিয়ে। পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস একটি সংক্রমণ ব্যাধি। এর সমাধান একটাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা আর প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টদের সততার প্রত্যয়। এছাড়া কোনো হুঙ্কার অ্যাকশন কাজে আসবে না। প্রতিনিয়ত পুলিশ ধরছে। ছাড়া পাচ্ছে। ফের প্রশ্নফাঁস হচ্ছে। বছরের পর বছর এই পরিস্থিতি চলছে। কোনো উত্তরণ ঘটছে না।

শিক্ষা গবেষক খায়রুল আলম মনির বলেন, আগে ফটোকপি বিক্রি হতো। এখন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করছে প্রশ্নফাঁসের চক্র। আবার প্রতিষ্ঠানগুলো প্রযুক্তি ব্যবহার করবে এগুলো ধরার জন্য। এটা তো বাড়িওয়ালা চোর পাহারা দেবে, আর চোর বাড়িওয়ালা পাহারার ঘটনা। কিন্তু প্রতিরোধ কি হচ্ছে? নৈতিকতা পরিবর্তন না হলে এর কোনো সমাধানে পৌঁছা মুশকিল।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসাইন বলেন, ছাত্রলীগের কোনো নেতাকর্মী এমন গর্হিত কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে না। অনুপ্রবেশকারীরা এসব অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে বদনাম রটাচ্ছে। তিনি বলেন, এরপরও ছাত্রলীগের কোনো নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলে বহিষ্কার করা হচ্ছে।

গত সাত বছরে কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই বিপুলসংখ্যক ভর্তি পরীক্ষার্থীকে জালিয়াতির সময় হাতেনাতে আটক করা হয়। প্রক্টর অফিসের তথ্যানুসারে, এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা চার শতাধিক। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আটক করলেও বরাবরই পার পেয়ে যাচ্ছে মূল অপরাধীরা। প্রশ্নপত্র জালিয়াতির ঘটনায় মামলা হলেও শুধু ভর্তি পরীক্ষায় আটকরা ছাড়া আর কারও বিরুদ্ধে তেমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অনেক সময় ভর্তিচ্ছুরাও টাকা ও ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়। এর বাইরে জালিয়াতিতে জড়িত ছাত্রনেতাদের গ্রেপ্তার করার কোনো প্রক্রিয়াই করা হয় না। ছাত্রলীগের বেশ কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জালিয়াতির ঘটনায় তথ্যপ্রমাণ থাকলেও নির্বিকার প্রশাসন। এ পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দোষ প্রমাণ করতে পারেনি প্রশাসন। শাস্তি পায়নি কোনো অপরাধী। মামলা থেকে অব্যাহতি ও খালাস পেয়ে গেছে অনেকে। এসব মামলা করা হয়েছে শেরেবাংলানগর, লালবাগ, নিউমার্কেট, মোহাম্মদপুর, রমনা, শাহবাগ, চকবাজার, মতিঝিল, কোতোয়ালি, ওয়ারী, বংশাল, কলাবাগান ও কাফরুল থানায়। সর্বশেষ গত বছর ভর্তি পরীক্ষায় বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী জালিয়াতি করে মেধাক্রমের শীর্ষে স্থান করে নেয়। এ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে ফের তাদের পরীক্ষা নেয় কর্তৃপক্ষ। এতে দায়ী কয়েকজনের ছাত্রত্ব বাতিল করলেও ঘটনার মূল হোতাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

এক গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় ৪০টি ধাপে প্রশ্নফাঁস হয়। তার মধ্যে ২৩টি ধাপে সবচেয়ে বেশি প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নে আকারভেদে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থের লেনদেন হয়। ১৯৭৯ সালে প্রশ্নফাঁসের প্রবণতা শুরু হলেও ২০১২, ২০১৩ এবং ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ সব বছরকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রশ্নফাঁস মূলত মহামারী আকার ধারণ করে ২০১১ সাল থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬ বছরের ইতিহাসে প্রথম প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে ২০১০ সালের ২১ জানুয়ারি। শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইআর) ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথমবর্ষ ভর্তি পরীক্ষার তিনটি সেটের সবই ফাঁস হয়। এ ঘটনায় ওই পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিল।